প্রাতিষ্ঠানিক সংগীত শিক্ষায় পন্ডিত ভাতখন্ডের অবদান :-

- *Kashmira Chakraborty (Dutta)*

সারসংক্ষেপ

প্রাতিষ্ঠানিক সংগীত শিক্ষা বলতে বিদ্যালয়,কলেজ,বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অনুমোদিত শিক্ষা, তাকেই এককথায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।উনবিংশ শতকে পন্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত করার দরুন একদা যে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন,তা এককথায় অনিকার্য।এবং মুখ্যত ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা চিন্তা করে সংগীত শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করানোর জন্য যে পরিশ্রম এবং দুঃসাধ্য কর্মকান্ড করেছিলেন,সত্যিই তা অভাবনীয়।প্রাতিষ্ঠানিক সংগীত শিক্ষার জন্য যেমন কলেজ,বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়াস করেছিলেন, তেমনি শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পাঠক্রম, বার্ষিক পরীক্ষা,সাংগেতিক অধিবেশন ইত্যাদিরও ব্যবস্থা তিনি নিজ স্কন্দে তুলে নিয়েছিলেন।এবং ভারতবর্ষের মিউজিক অধিবেশনের চিন্তা-ভাবনা ও তাঁর ফলপ্রসূ পন্ডিতজীর হাত ধরেই সফলতা প্রাপ্ত হয়েছিল।সর্বশেষ আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য হল সাংগেতিক পুস্তক রচনা।সাংগেতিক গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন,সেইরূপে তিনি পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষাত্রীদের কথা চিন্তা করেই ক্রমানুসারে সাংগেতিক গ্রন্থ রচনায় নিজেকে নিমজ্জিত করেছিলেন।এবং সর্বপরি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পন্ডিতজির এই বৈপ্লবিক অধিবেশন কিন্তু সর্বতোভাবে কার্যকর এবং সফলতা প্রাপ্ত করেছিল।

বিষয়সূচক শব্দ

প্রাতিষ্ঠানিক,সাংগেতিক অধিবেশন,সংগীত শিক্ষা,ক্রিয়াতক,হিন্দুস্থানী সংগীত,কলেজ,শিক্ষা পদ্ধতি,পাঠক্রম,শাস্ত্রীয় সংগীত।

বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সংগীত শিক্ষার যে রীতি,এক কথায় তাই প্রাতিষ্ঠানিক সংগীত শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক সংগীত শিক্ষার ধারক-বাহক হিসাবে যার নামটি সর্বসম্মত ভাবে গ্রাহ্য,তিনি হলেন প: বিষ্ণুনারায়ন ভাতখন্ডে।এর প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা সরূপ আমাদের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সংগীতশাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘সংগীত-চিন্তায়’ বলেছেন –

“বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে ভাত্‌খন্দেই সেই যোগ্যতম।”[১]

তাঁর সংগীত-চিন্তা গ্রন্থে অন্যত্র বলেছেন –

“আমার মনে সন্দেহ নেই যে, ভাত্‌খন্দেই সেই লোক. ভারতীয় সংগীত-বিদ্যা সম্মন্ধে তাঁর যে ভূরিদর্শিতা তা আর কারও নেই,তা-ছাড়া তাঁর উদ্ভাবিত শিক্ষাদানপ্রণালীর অসাধরণ নৈপুণ্য সকলকেই স্বীকার করতে হবে। তিনি গায়ক নন,তিনি গান-শাস্ত্রের মহামহোপাধ্যায়।অন্যত্র তাকে যদি হিন্দুস্থানী গান-শিক্ষার যে ভিত্তি রচনার করেছেন,বাংলাদেশেও যদি তাঁকে সেই ভিত্তি রচনার সুযোগ দেওয়া যায় তবে বিশবিদ্যালয় যথার্থ সফলতা লাভ করবেন, একাজ তিনি ছাড়া আর কারও দ্বারা সুসম্পূর্ণ হতে পারবে না।”[২]

আমাদের মনে সন্দেহমাত্র নেই যে, প্রাতিষ্ঠানিক সংগীত শিক্ষার প্রয়োজনীতা কেন দেখা দিল?তাহলে বলা যায় যে ,প্রাক-ভাতখন্ডের সময়ে অর্থাৎ উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে প্রচলিত গুরুমুখী সংগীত-শিক্ষার বহুল বিস্তার ছিল।

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীত-চিন্তা,* বিশ্বভারতী,কলিকাতা,পৃ ২২৯

২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীত-চিন্তা,* বিশ্বভারতী,কলিকাতা,পৃ ২৩৪

সংগীত সেই সময়ে বিনোদনের উপকরণ ছিল একমাত্র প্রভাবশালী এবং অভিজাত ব্যক্তিদের জন্য।সাধরন মধ্যবিত্ত সংগীত প্রেমীদের সেই দরবারী সংগীত শিক্ষার কোনো সুযোগ ও অধিকার ছিল না।সংগীত সেই সময় একমাত্র মনোরঞ্জনের সামগ্রী হয়ে থাকে।এই সময় বিভিন্ন ক্রিয়াত্মক সম্প্রদায়ের গুনীরা তাঁদের ক্রিয়াত্মক বিষয়ে ব্যাখ্যা নিজ নিজ কল্পনানুসারে করতে শুরু করেন।এরফলে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কোনো সঠিক ঐক্যমত এবং সঠিক ব্যাখা তিনি কারও কাছ থেকে পাননি।শিল্পীরা নিজ নিজ পদ্ধতিতে সংগীত পরিবেশনের রীতির পার্থক্য তৈয়ারী করেন এবং ব্যবসায়িক সংগীত সমাজে বিভিন্ন সংগীত ঘরানার উত্থান হয়,কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা শাস্ত্র থেকে বিচুত্য হতে শুরু করে।প: ভাতখন্ডে এই ত্রুটি উপলব্ধি করেন এবং সংগীতকে বিশুদ্ধ ভাবে শিক্ষিত করে তুলতে বদ্ধ পরিকর হণ।তাঁর এই চিন্তা-ভাবনা দ্রুত থেকে দ্রুততর দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উৎসাহী হয়ে পড়েন,এবং তাঁর এই যুদ্ধের সহযোদ্ধাদেরও নির্বাচন করে ফেলেন।তাদের মধ্যে রামপুরের নবাব,ছমমন্ সাহেব এবং ঠাকুর নবাব আলী তাকে সর্বসম্মত ভাবে সাহায্য করেন,এই দুর্বিসহ পরিকল্পনাকে সফল করার প্রয়াসে।এই সাধারন মানুষ থেকে সংগীত শিল্পী প্রত্যেকের মধ্যে দ্রুত বিস্তৃত হয়ে যায়।এবং পন্ডিতজী ভারতবর্ষে প্রথম বরোদায় সংগীত অধিবেশন(All India Music Conference)এর পরিকল্পনা করেন,ও সকল ঘারানাদার সাংগীতিক গুনিদের আমন্ত্রিত করেন জনসমক্ষে সংগীত পরিবেশন করার জন্য একে অপরের সাথে তাদের সাংগেতিক ভাব আদান-প্রদানের জন্য।বরোদায় অনুষ্ঠিত প্রথম সাংগেতিক অধিবেশন এক কোথায় বৈপ্লবিক অধ্যায়। ১৯১৬সালে মার্চ মাসে বরোদায় কলেজের সেন্ট্রাল হলে অধিবেশন পরিবেশিত হয়।বরোদায় অনুষ্ঠিত প্রথম সাংগেতিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই গোয়ালিয়রে ‘জয়জীপ্রতাপ’ নামে এক দৈনিক পত্রিকায় অধিবেশন সম্পর্কে অনুষ্ঠিত হয়েছিল. এই প্রথম অধিবেশন এককথায় সম্পূর্নরূপে সাফল্য অর্জন করেছিল।এরপর একে একে (১৯১৬-১৯২৫)সাল পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রান্তরে তিনি পাঁচটি সাংগেতিক অধিবেশন সম্পন্ন করেন।এরপর ভারতবর্ষের দ্বিতীয় অধিবেশনের সূচনা হয় রামপুর নবাবের অধীনে এবং ভাতখন্ডের প্রবল কর্মশক্তি ও বৃজকৃষ্ণ কলের সম্প্রদায়ের অধিবেশনের সফলতা প্রাপ্ত হয়।এই অধিবেশনের সাধারণ কিছু রাগ সম্পর্কে আলোচনার সূচনা হয় এবং রাগের সাধরণ কিছু নিয়ম এই অধিবেশনে সর্বত মতামতের ফলে এক নিদৃষ্ট উপস্হাপনে উপস্হাপিত হয়। এই কথপোকথনের মাধ্যমে উপনীত হওয়া নিয়মই

তিনি হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতির চতুর্থ খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করেন।এই অধিবেশনের মুখ্য উল্লেখযোগ্য বিষয় বস্তু ছিল–

1. A good workable raga system embodying all the ragas now sung in Northern India.
2. A plentiful supply of valuable up-to-date literature on music.
3. A fair supply of well-equipped professor.
4. A faithful record of all the available water pieces of over first class expert for future guidance.

5. And a public institution where music could be taught on the most scientific and up-to-date lines.

১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে আবার সমউদ্যম ও উৎসাহের সাথে বেনারসে অল্ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সর তৃতীয় অধিবেশনের সূচনা হয়।পূর্ববর্তী দুই অধিবেশনের মতই ভাত্খন্দেজীই ছিলেন এই অধিবেশনের সম্পাদক।এই অধিবেশনেও ভারতবর্ষের সমস্ত দক্ষ সংগীতজ্ঞ,বাদ্যাকার,শাস্ত্রকার ইত্যাদি সবাইকে আমন্ত্রিত জানানো হয়েছিল একে অপরের সাথে শৈল্পিক এবং ভাব–আদান প্রদানের জন্য এবং ভারতবর্ষের সাংগীতিক শিক্ষার ব্যবস্থার এক শক্ত পোক্ত ভীত প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসে।তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য —ওস্তাদ ফৈয়াজ খান,জাকিরুদ্দিন খান,নাসিরউদ্দিন খান,আলা বন্দে খান, মুসারফ খান বীনকার,ইমদাদ খান এবং তাঁর ছেলে আলী খান এবং ইনায়েল খান এছাড়া বারকাতউল্লা এবং প: বিষ্ণু দিগম্বর পলুস্কার।উল্লেখযোগ্য, পূর্ববর্তী অপন্ডিতজী পরবর্তী ক্ষেত্রে তাঁর ক্রমিক পুস্তক মালিকা এবং হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতিতে নিবদ্ধ করেন।এরপরবর্তী ক্ষেত্রে ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে লক্ষৌতে চতুর্থ অধিবেশন এবং ১৯২৫ সালে ডিসেম্বর মাসে কৈসের বাগ প্যালেসে লক্ষৌতে পঞ্চম অধিবেশনর সূচনা হয়।পূরবর্তী তিনটি অধিবেশন সফল হওয়ার জন্য অনেক গুনী মানুষ্ এই অধিবেশনে নিজেদের যোগসূত্র স্থাপিত করেন, তাদের মধ্যে রাই ধিবেশনে ঘরানাদার ওস্তাদের রাগ–সম্পর্কে আলোচিত বিষয় বস্তু রাজেশ্বর বলি, দারিয়াবাদ।এছাড়া রাজা রাই রাজেশ্বর বলি যিনি একজন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন।এই তৃতীয় অধিবেশনেই প্রস্তাব

উপস্হাপিত হয় দিল্লিতে,এক আধুনিক সঙ্গীতের একটি একাডেমী প্রস্তুত করার প্রয়াসে।রাই উমানাত বলি লক্ষ্ণৌতে এই প্রস্তাবকে সাফল্য মন্ডিত করেছিলেন।এরপর উত্তরপ্রদেশের সরকার, স্যার উইলিয়াম ম্যারিস সংস্কৃত সাহিত্য,শাস্ত্রীয় সংগীত এবং সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন।তাদের এই বিষয়ের প্রতি আগ্রহই দারিয়াবাদ তালুকদারের নিকটস্থ করেছিল এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল,এরফলে উত্তরপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী রাই উমানাথ বলি লক্ষ্ণৌতে ম্যারিস কলেজের সূচনা করেন।পঞ্চম অধিবেশনের মুখ্য বিষয় ছিল সঙ্গীতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং এই চিন্তাভাবনাকে সাফল্য মন্ডিত করার প্রয়াসে অর্থ সংগ্রহের আরম্ভ হল।১৯২৬ সালে তপওয়ালি কোটিতে সংগীতের ক্লাসের সূচনা হয়।এটা ছিল ম্যারিস কলেজের সূচনার মুহূর্ত যেটা পরপর্তীকালে ভাত্খন্ডে বিশ্ববিদ্যালয় এবং যার শাখা উত্তর এবং পূর্বভারতেও ছড়িয়ে পড়ে। ভাতখন্ডেজী যখন সংগীত শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিতে নিয়োজিত করার সূচনা করলেন সেই সাথে সাথে এই শিক্ষা পদ্ধতিকে আধুনিক সংগীত শিক্ষা পদ্ধতিতে নিবদ্ধ করার প্রয়াসে নব সাংগেতিক পদ্ধতির সূচনা করলেন।উল্লেখযোগ্য –স্বরগ্রাম, শ্রুতি, ঠাটপদ্ধতি, স্বরলিপিপদ্ধতি, রাগের সময় নির্ধারণ ইত্যাদি। উদাহরন হিসাবে বলা যায়,একটি রাগের নির্ধারণ করার জন্য ‘পকড়’ নামে এক সহজ পদ্ধতিরও প্রবর্তন করেন।আবার রাগের স্বর নির্ধারণের ক্ষেত্রেও বা স্বয়ং সম্পূর্ণ রাগ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এক সহজ নিয়মাবলীর প্রবর্তন করেন।আবার একটি রাগ রূপ গঠিত হয় যে স্বরক্রম দ্বারা,সেই স্বরক্রমের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি স্বরকে বাদী এবং তার থেকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ স্বরকে সমবাদী স্বর বলা হয়।এইরূপে রাগরূপকে স্বয়ং সম্পূর্ণ ভাবে সাধরণ শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরবার জন্য সহজ প্রক্রিয়ার নির্মান করেন।আবার স্বরলিপির ক্ষেত্রেও তিনি অনুরূপ সহজও বোধগম্য করার প্রয়াসে এক নব্য পদ্ধতি প্রচলন করেন।সঙ্গীতের প্রাথমিক শিক্ষা লাভও তাঁর ১০ ঠাট পদ্ধতির সাহায্যে অতি দ্রুত নিষ্পন্ন করা যায়.তাছাড়া আধুনিক রাগ–রাগিনীগুলিকে বর্গীকরনের সহজতম পন্থা হল তাঁর ১০ ঠাট পদ্ধতি।প্রাতিষ্ঠানিক সংগীত শিক্ষার রূপকে বিস্তৃত করার প্রয়াসে তাঁর নতুন শিক্ষা পদ্ধতি,বিভিন্ন স্থানে সাংগেতিক অধিবেশনের মাধ্যমে সঙ্গীতকে সর্বসাধারণের মাধ্যমে বিস্তৃত করা,একে অপরের ভাব–আদানপ্রদান হওয়ার ফলে হিন্দুস্হানী সঙ্গীতের এক নয়া পদ্ধতির

যেমন উন্মোচন হয়,সেইরূপ সাধরণ মানুষের মধ্যেও এর প্রভাব বিস্তার লাভ করে. আরেকটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়,এই সংগীতশিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে পন্ডিত ভাত্খন্দেজীর অবদান অনস্বীকার্য।আজ বহুল পরিমানে সংগীত শিক্ষার স্কুল,কলেজ,বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত শিক্ষার বিস্তার তা সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান পন্ডিতজীর।পরীক্ষার মাধ্যমে সংগীত উপাধি দেওয়ার পদ্ধতিটি পন্ডিত কতৃক প্রচারিত হওয়ার ফলে সঙ্গীতের শাস্ত্র পথের প্রসার ঘটে।যাইহোক,পন্ডিতজী সংগীত অধিবেশনের সাথে সাথে স্কুল,কলেজ,বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীতশিক্ষার পাঠক্রম চালু করার প্রয়াস করেন এবং তাঁর চেষ্টায় সাফল্য মন্ডিতও হয়।সংগীত শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ তিনি কিছু পরিকল্পনা করেন।গোয়ালিয়র,বেনারসে, বরোদা,লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি স্থানে তিনি সংগীত বিদ্যালয় স্হাপন করেন।পঞ্চম অধিবেশনের মূল লক্ষ্য ছিল লক্ষ্ণৌতে সাংগেতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠার করার সাথে সাথেউন্মোচন।১৯১৬ সালে তিনি বরোদায় প্রথম স্টেট মিউজিক স্কুল চালু করেন এবং তার এরপরে মহারাজা গোয়ালিয়রে সাহায্যে গোয়ালিয়রে ১৯১৮ সালে মাধব সংগীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন।মাধব সংগীত বিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক জিন.এন.নাট্টু এবং দ্বিতীয় স্নাতক ছিলেন বি.এস.পাঠক এরা পরবর্তীকালে মাধব সংগীত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে নির্বাচন হন।এছাড়া রাজাভাইয়া,কৃষ্ণনারাও দত্তে, ভাস্কর রাও খন্ডদিপারকর এবং গোখালে এরাও মাধব সংগীত বিদ্যালয়ের সহকর্মী ছিলেন এবং এদের সাথে পন্ডিতজী মাসখানেক কাজ করেছিলেন।১৯২৬ সালে রাই উমানাথ বলি এবং তাঁর ভাইপো ড: রাই রাজেশ্বর বলি এবং পন্ডিতজীর সহয়তায় লক্ষ্ণৌতে ম্যারিস কলেজের উন্মোচন হয়।পরবর্তী ক্ষেত্রে এই কলেজটির নাম বদলে ভাতখন্ডে মিউজিক কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং বর্তমানে ভাতখন্ডে মিউজিক কলেজ(Deemed University)হিসাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতেকটি স্কুল,কলেজ,বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা,পাঠক্রম,বার্ষিক পরীক্ষার রীতিনীতি কিরূপ হবে সেইসবও তিনি তৈয়ারী করে ফেলেন।

উত্তরভারতীয় শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে পন্ডিত ভাত্খন্দেজীর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরনীয়।আজ যে শাস্ত্রীয়সংগীত সর্বশ্রেণীর সমাজে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বহুল পরিমানে অনুশীলিত হচ্ছে তার পশ্চাতে পন্ডিত

ভাতখন্ডের দান অনেকখানি।যাইহোক,মোটের ওপর সব মিলিয়ে ভারতীয় সংগীতে প: ভাতখন্ডেজীর অবদান এক কথায় অসাধারণ।

তথ্যসূত্র:

১.ভাতখন্ডে, ভি.এন. *হিন্দুস্থানী সংগীতশাস্ত্র.* হাথরস(উত্তরপ্রদেশ): সংগীত কার্যালয়, ১৯৬২।

২.ভাতখন্ডে, ভি.এন. *ক্রমিক পুস্তকমালিকা.* হাথরস(উত্তরপ্রদেশ): সংগীতকার্যালয়,১৯৬২।

৩.এস.এন.রতন ঝংকার. *ভাতখন্ডে,* অশোক মিত্র, ১৯৬৭।

৪.Nayar Sobhana. *Bhatkhande's contribution to music*, popular prakashan, Delhi.

৫.ইন্দিরা কলা সংগীত বিশ্ববিদ্যালয়. *ভাতখন্ডে স্মৃতি গ্রন্থ,* খয়রাগড়,মধ্যপ্রদেশ।

৬.বৃহস্পতি আচার্য কৈলাস চন্দ্র. *সংগীত চিন্তামনি.* সংগীত কার্যালয় প্রদেশ):হাথরস।

Kashmira Chakraborty, Ph.D Scholar, Musicology Department, Rabindra Bharati University,Kolkata.